

232694 - যবে ব্যক্তিকোন ওজর ছাড়া রমযানরে রোযা রাখনেকিহিবা ইচ্ছাক্তভাবে রোযা ভঙ্গে ফলেছে তার উপর কিকাযা পালন করা ফরয?

প্রশ্ন

যদি কটে কোন ওজর ছাড়া রমযানরে রোযা না-রখে থাকে কিহিবা ইচ্ছাক্তভাবে রোযা ভঙ্গে থাকে যে দনিগুলোর রোযা সে ভঙ্গ করেছে সে দনিগুলোর রোযা কাযা পালন করা তার উপর কি ফরয?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

রমযানরে রোযা পালন ইসলামরে অন্যতম একটি রুকন (মূল স্তম্ভ)। কোন মুসলমিরে জন্য ওজর ছাড়া রমযানরে রোযা ত্যাগ করা বধৈ নয়। যে ব্যক্তি শরিয়ত অনুমোদিত কোন ওজররে কারণে (যমেন- অসুস্থ থাকা, সফরে থাকা, ঋতুগ্রস্ত হওয়া) রমযানরে রোযা বাদ দয়িছে কিহিবা ভঙ্গ করেছে; যে রোযাগুলো সে ভঙ্গছে সে রোযাগুলোর কাযা পালন করা আলমেগণরে ইজমার ভিত্তিতে তার উপর ফরয। যহেতে আল্লাহ তাআলা বলনে, “আর কটে অসুস্থ থাকলে কিহিবা সফরে থাকলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করবে।”[সূরা বাক্বারা, ২ : ১৮৫]

আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাক্তভাবে অবহলো করে রমযানরে রোযা বর্জন করেছে, সেটো একটমিত্র রোযার ক্ষত্রে হলেও (যমেন সে রোযার নয়িতই করনেকিহিবা কোন ওজর ছাড়া রোযা শুরু করে ভঙ্গে ফলেছে) সে কবরি গুনাতে (মহাপাপে) লপ্ত হয়ছে। তার উপর তওবা করা ফরয।

অধিকাংশ আলমেরে মতে, সে যে দনিগুলোর রোযা ভঙ্গছে সে দনিগুলোর রোযা কাযা পালন করা তার উপর ফরয। বরং কটে কটে এই মরমে ইজমা উল্লেখ করছেন।

ইবনে আব্দুল বার বলনে: “গটে উম্মত ইজমা করছেন এবং সকলে উদ্ধৃত করছেন যে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাক্তভাবে রোযা পালন করনেকি, কনিতু সে রমযানরে রোযা ফরয হওয়ার প্রতিবিশ্বাসী, সে অবহলো করে, অহংকারবশতঃ রোযা রাখনেকি, ইচ্ছা করই তা করেছে, অতঃপর তওবা করেছে; তার উপর রোযার কাযা পালন করা ফরয।”[আল-ইযতযিকার (১/৭৭) থেকে সমাপ্ত]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ইবনে কুদামা আল-মাকদসি বলেন:

“আমরা এ ব্যাপারে কোন ইখতলিফ জানি না। কেননা রোযা তার দায়িত্বে সাব্যস্ত হয়েছে। সুতরাং রোযা পালন করা ছাড়া তার দায়িত্ব মুক্ত হবে না। বরং যত্নে ছলি সত্নে তার দায়িত্ব থেকে যাবে।” [আল-মুগনি (৪/৩৬৫)]

স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্র (১০/১৪৩) এসছে:

যে ব্যক্তি রোযা ফরয হওয়াকে অস্বীকার করে রোযা ত্যাগ করে সে ব্যক্তি সর্বসম্মতক্রমে (ইজমার ভিত্তিতে) কাফরে। আর যে ব্যক্তি অলসতা করে, কথিবা অবহেলা করে রোযা ছেড়ে দেয় সে কাফরে হবে না। কিন্তু, সে ইসলামের সর্বজন স্বীকৃত (ইজমা সংঘটিত) একটি রুকন ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে মহা অপজজনক অবস্থার মধ্যে রয়েছে। নতুবর্গের কাছ থেকে সে শাস্তি ও সাজা পাওয়ার উপযুক্ত; যাতে সে এবং তার মত অন্যরো এর থেকে নবিত্ত হয়। বরং কছি কছি আলমের মতে, সেও কাফরে। সে যে রোযাগুলো ভুগ করেছে সেগুলোর কাযা পালন করা ও আল্লাহর কাছ তওবা করা তার উপর ফরয। [সমাপ্ত]

শাইখ বনি বায (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল: শরিয়ত অনুমোদিত কোন ওজর ছাড়া যে ব্যক্তি রমযান মাসের রোযা রাখবে না তার হুকুম কী? তার বয়স প্রায় সতের বছর। তার কোন ওজর নাই। তার ককরা উচতি? তার উপর ককাযা পালন করা ফরয?

জবাবে তিনি বলেন: হ্যাঁ, তার উপর কাযা পালন করা এবং তার অবহেলা ও বাড়াবাড়ির জন্য আল্লাহর কাছ তওবা করা ফরয।

তবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এ সংক্রান্ত যে হাদিসটি বর্ণিত আছে: “যে ব্যক্তি কোন (শরয়ী) ছাড় ব্যতীত কথিবা রোগ ব্যতীত রমযান মাসের কোন একদিনের রোযা ভুগে সে সারা বছর রোযা রাখলেও কাযা পালন হবে না।” সে হাদিসটি দুর্বল, মুযতারবি, আলমেদরে নকিট এটি সহিহ হাদিস নয়। [নুরুন আলাদ দারব ফতোয়াসমগ্র (১৬/২০১) থেকে সমাপ্ত]

কছি কছি আলমের মতে, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে রমযানের রোযা রাখেনি তার উপর কাযা পালন নাই। বরং সে বেশি বেশি নফল রোযা রাখবে। এটি জাহেরি মতাবলম্বীদের মাহাব। শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া ও শাইখ উছাইমীন এ অভিমতটি পছন্দ করছেন।

হাফযে ইবনে রজব হাম্বলি বলেন:

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

জাহেরে মিতাবলম্বীদরে অভিমিত কথিবা তাদরে অধিকাংশ আলমেরে অভিমিত হচ্ছ- ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ত্যাগকারীর উপর কাযা নহে। শাফয়েরি ছাত্র আব্দুর রহমান থেকে, শাফয়েরি ময়েরে ছলে থেকেও এমন অভিমিত বর্ণতি আছে। ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা-নামায ত্যাগকারীর ক্ষত্রে এটি আবু বকর আল-হুমাইদরিও উক্তি: ‘কাযা পালন করলে দায়তিব মুক্ত হবে না’। আমাদের মাযহাবরে অনুসারী পূর্ববর্তী একদল আলমেরে অভিমিতও এটাই; যমেন- আল-জুযজানি, আবু মুহাম্মদ আল-বারবাহারি, ইবনে বাত্‌তাহ্।” [ফাতহুল বারী (৩/৩৫৫) থেকে সমাপ্ত]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:

বনি ওজরে নামায কথিবা রোযা ত্যাগকারী কাযা পালন করবে না। [আল-ইখতিয়ারাত আল-ফকিহিয়া (পৃষ্ঠা-৪৬০) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন বলেন:

আর যদি মূলতই সে ইচ্ছাকৃতভাবে কোন ওজর ছাড়া রোযা ত্যাগ করে; তাহলে অগ্রগণ্য মতানুযায়ী, তার উপর কাযা পালন করা আবশ্যিক নয়। কেননা কাযা পালন করে তার কোন লাভ হবে না। যহেতু তার থেকে সটো কবুল করা হবে না। কারণ ফকিহী নীতি হচ্ছে, ‘যদি নির্দিষ্ট কোন সময়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ইবাদত কোন ওজর ছাড়া উক্ত নির্দিষ্ট সময়ে পালন করা না হয় তাহলে তার থেকে সটো কবুল করা হয় না।’ [মাজমুউল ফাতাওয়া (১৯/৮৯) থেকে সমাপ্ত]

সারকথা:

যে ব্যক্তি রমযানের রোযা ইচ্ছাকৃতভাবে বর্জন করবে অধিকাংশ আলমেরে মতে, তার উপর কাযা পালন করা আবশ্যিক। আর কিছু কিছু আলমেরে মতে, কাযা পালন করা শরয়িতসিদ্ধ নয়। কেননা এটি এমন ইবাদত যে ইবাদতের সময় পার হয়ে গেছে। তবে, অধিকাংশ আলমে যে অভিমিত প্রকাশ করছেন সটো অগ্রগণ্য। কেননা, রোযা এমন ইবাদত যা ব্যক্তির দায়তিবে সাব্যস্ত হয়েছে; সুতরাং এটি পালন করা ছাড়া দায়তিব মুক্ত হবে না।